দর্শনা পৌরসভা নিবার্চনে নব্বই দশকের ছাত্র নেতাদের দৌড়ঝাঁপ

দর্শনা পৌরসভা নিবার্চনকে সামনে রেখে নব্বই দশকের ছাত্র-নেতারা দলীয় মনোনয়ন পেতে দৌড় ঝাঁপ শুরু করেছে। কে কোন দলের প্রার্থী তা নিয়ে এখন নিজ নিজ দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করছেন।

তবে দর্শনা পৌরসভার সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থী হিসেবে ৩টি দলের সম্ভব্য প্রার্থী হিসেবে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন হাফ ডজন নেতা। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের বর্তমান মেয়র মতিয়ার রহমান ও দর্শনা সরকারি কলেজের ছাত্র সংসদের সাবেক দুইবারের ভিপি ও জিএস আবু সাঈদ মোঃ হাসান।

বিএনপি প্রার্থী দর্শনা সরকারি কলেজের ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস এনামুল হক শাহ মুকুল ও দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান দর্শনা পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান বুলেট এবং বাংলাদেশ জামায়ত ইসলামের প্রার্থী সাবেক দর্শনা সরকারি কলেজের ভিপি আশকার আলী দলীয় মনোনয়ন অপেক্ষয় রয়েছেন বলে প্রার্থীরা জানান।

তবে সাবেক মেয়র বিএনপি নেতা মহিদুল ইসলাম সরাসরি জানিয়ে দেন সে নিবার্চনে অংশ নেবেন না। এদিকে কেউ কেউ মেয়র প্রার্থী হিসেবে নিজেকে জাহির করতে দর্শনা শহরের বিভিন্ন স্থানে ছবি সম্বলিত ফেন্টুন লাগিয়েছেন।

এছাড়া মনে মনে অনেকেই মেয়র প্রার্থী হিসেবে দলের উচ্চ পযার্য়ের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

আগামী পৌর পরিষদের নিবার্চনকে সামনে রেখে এসব প্রার্থীরা দলীয় মনোনয়ন পেতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। বিগত ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর দর্শনা পৌরসভা নিবার্চন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২৪ জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখ খুলনাতে নব-নিবার্চিত দর্শনা পৌর পরিষদের শপথ গ্রহণ হয় এবং ১০ ফেব্রুয়ারি-২০১৬ তারিখে পৌর পরিষদের সদস্যরা দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৬/২/২০১৬ তারিখে নব-নিবার্চিত পরিষদের প্রথম সভা

অনষ্ঠিত হয়।

ফলে আগামী ৩০ ডিসেম্বর-২০২০ তারিখে নিবার্চন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পৌরসভা নিবার্চন ঘিরে ইতোমধ্যে ৯০ দশকের বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় ছাত্র নেতার আগামী পৌরসভা মেয়র নিবার্চনে মেয়র প্রার্থী হিসেবে অংশ নিতে সম্মতি জানিয়েছেন। তবে দলীয় মনোনয়ন কে পাবেন তার উপর নির্ভর করছে এসব ছাত্র নেতাদের মধ্যে কে কে প্রার্থী হবেন।

বিগত ২০১৫ সালের নিবার্চনের সময় দর্শনা পৌর এলাকায় ভোটার সংখ্যা ছিলো ২৪ হাজার ১৯৫ জন। ২০১৫ সালে পৌর মেয়র প্রার্থী হিসেবে অংশ নেয় ৩জন প্রার্থী এরা হলেন, আওয়ামী লীগের প্রার্থী মতিয়ার রহমান তিনি নৌকা প্রতিকে ১১ হাজার ৭৯৯ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছিলেন। তার নিকটতম প্রার্থী বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামের প্রার্থী আশকার আলী ভোট পেয়েছিলেন ৩ হাজার ৪৫৯ এবং বিএনপি প্রার্থী সাবেক মেয়র মহিদুল ইসলাম ৩ হাজার ২৭ ভোট পান। এ তিন জন প্রার্থীকে পৌরবাসী ১৮ হাজার ২৮৫ ভোট প্রদান করেন।

তবে দামুড়হুদা নিবার্চন অফিসের তথ্য মতে ২০২০ সালে দর্শনা পৌরসভায় ২৮ হাজার ৬৮ জন ভোটার আগামী নিবার্চনে ভোট প্রদান করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ১৩ হাজার ৮৬০ জন এবং নারী ভোটার ১৪ হাজার ২০৮ জন। পুরুষের তুলনায় ৩৪৮ জন নারী ভোটার বেশি।

এছাড়া বিগত ৫ বছরে নতুন ভোটার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িছে ৩ হাজার ৮৭৩ জন। আগামী দর্শনা পৌরসভা নিবার্চনে নতুন প্রজন্মের ভোটারা পুরাতন প্রার্থীকে ভোট দেবেন নাকি নতুন প্রার্থীকে বেছে নেবে তা এখন অপেক্ষার পালা। তবে বিগত দিনে দর্শনা পৌরসভার উন্নয়ন কি হওয়ার কথা ছিল আর কি হয়েছে এ দিকটাও সাধারণ ভোটারা লক্ষ্য করছেন।

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সকলের সহযোগিতা চাই- মিরন

মেহেরপুরের শুভরাজপুরে নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেছেন চেয়ারম্যান প্রার্থী ও জেলা পরিষদ সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন।

শুক্রবার শুভরাজপুর ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মতবিনিময় করেন তিনি।

এ সময় ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ সাহার আলী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, ইউ পি সদস্য আশরাফুল আলম, যুবলীগের সভাপতি আদম আলী, সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার বিশ্বাস, তাঁতী লীগের সভাপতি ইমাদুল হক, সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা, বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবর আলী,

শোলমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আজিজুল হক, কে আর আর এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক খোরশেদ আলম, কুতুবপুর সীমান্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আসাদুল হক, আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক হোসেন সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

ঝিনাইদহে বিএনপির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে শহরের এইচএসএস সড়কের দলটির জেলা কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. মুন্সি কামাল আজাদ পান্নুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ ইসলাম অমিত।

প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এ্যাড. এস এম মশিয়ুর রহমান। বিশেষ বক্তা ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এ্যাড. এম এ মজিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল মালেক, আক্তারুজ্জামান, জাহিদুজ্জামান মনা, আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, বিএনপি নেতা আলমগীর হোসেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. আব্দুল আলিম। অনুষ্ঠানে বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় বক্তারা, দলকে শক্তিশালী করতে তৃণমুল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে জাসদের ৪৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ’র ৪৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জেলা জাসদের পক্ষ থেকে এ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা জাসদের সভাপতি চন্দন চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাসদ কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য মনোয়ার হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক শামীম আখতার বাবু, সহ-সভাপতি শরাফত ইসলাম, জলিল মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মানিক, দপ্তর সম্পাদক শাহানুর আলম, কোষাধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান উজ্জল।

এসময় বক্তারা, দুর্নিতী, লুটপাট, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে

সুশাসনের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সরকারের কাজ নেই বলেই বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলে: ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, করোনা পরিস্থিতি, প্রণোদনাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই মিথ্যাচার করছে সরকার। জনগণের সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জনগণের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ‘কোভিড ১৯ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের কৃষি সেক্টরে কৌশল নির্ধারণ’ শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি।

এসময় মির্জা ফখরুল আরও বলেন, বর্তমান সরকার স্বৈরাচারী সরকার, ভিন্নমত সহ্য করতে পারে না। সরকারের কোনো কাজ নেই বলেই বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলে।

গণতন্ত্র উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যম: মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করি দেশের গণতন্ত্র ও সামগ্রীক সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম গণমাধ্যম। যে দেশের গণমাধ্যম যত স্বাধীন ও শক্তিশালী সেই দেশের গণতন্ত্র তত বেশি শক্তিশালী।

বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি চত্বরে সংগঠনটির রজতজয়ন্তী উপলক্ষে র্যালি উদ্বোধন করার আগে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আজকে সারাবিশ্বে গণমাধ্যম কর্মীদের ওপরে একটা চাপ সৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে সেই চাপ অনেক বেশি আমরা লক্ষ্য করছি। আমরা দেখেছি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে অনেক সংবাদকর্মীকে নিগৃহীত হতে হয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে। তাদেরকে অনেক সময় কারাগারে যেতে হয়েছে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে যে বিভাজনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যার কুফল সর্বক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। যার ফলে সমাজ বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, মানুষ বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। যেটা আমাদের জন্য সুখকর বিষয় নয়। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আনন্দময় নয়। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি যেভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা আমাদের জন্য আশার একটা আলো দেখায়।

তিনি বলেন, আমরা মনেকরি গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে আইনগুলো করা হয় এগুলো গণমাধ্যমের স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য কখনও উপযোগী নয়। দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি বাংলাদেশে গণমাধ্যম মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভিন্নমতকে সহ্য করার যে সহনশীলতা সেটা ধীরে ধীরে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

ঝিনাইদহের হলিধানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে হলিধানী বাজারে এ কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হলিধানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাজী হাসেম আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ জেলা

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আহমেদ সঞ্জু, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আনিছুর রহমান খোকা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে এম রশীদুল আলম, প্রচার সম্পাদক মঞ্জুর পারভেজ তুষার, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন, জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সরোয়ার জাহান বাদশা, থানা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসলাম হোসেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের সদস্য আশরাফুল আলম, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ, থানা সে¦চ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইদ্রিস আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি সাইদুল করিম মিন্টু, হলিধানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা কর্মীদের স্বরণ করে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হলিধানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক মাস্টার।

সভায় প্রধান অতিথি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন এবং আগামী ইউপি নির্বাচনে নৌকা মার্কাকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে তৃনমূল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার আহবান জানান।

ঝিনাইদহে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলা বি এন পি’র কার্যালয়ে উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুস সামাদ এর সভাপতিত্বে ও পৌর যুবদলের আহবায়ক হারুন অর রশিদ এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আমিরুল ইসলাম।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আলমগীর কবির, সাবেক উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি খাইরুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান,

উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহবায়ক মুকুল হোসেন, আবু হাসান, সোহেল রানা, রানা হোসেন, পৌর যুবদলের যুগ্ম-আহবায়ক বাপ্পী মন্ডলসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা শেষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় পতাকা উত্তোলন, র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ প্রাঙ্গণে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিপ্লব। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শরীফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং জনগণকে তাদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বিএনপি ও সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মীদের ধ্বংস করার পায়তারা শুরু হয়েছে।

রাতারাতি বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে যোগদান করছে, এমন নেতাকর্মী আমাদের দরকার নেই। যদি আমার একজন বিএনপি কর্মী থাকে এটাই যথেষ্ট। আগামী দিনে সকল ষড়যন্ত্রকারীদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে।

দল কারো বাপের সম্পত্তি নয়। আপনি দলের জন্য পরিশ্রম করবেন, তারপর আপনি দলের হবেন। নতুন নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে। দীর্ঘদিন যারা নেতৃত্ব দিয়ে আসছে, সেই নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। পরিবর্তন না ঘটালে, যেই অবস্থায় আমরা আছি, সেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবেনা।

আপনারা যারা ইউনিয়নে চেয়ারম্যান হতে চান, তারা ৯টি ওয়ার্ডের নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুন। মাঠ পর্যায় থেকে যাদের গুরুত্ব দেওয়া হবে, জেলা থেকেও তাদের গুরুত্ব দেওয়া হবে।

শরীফুজ্জামান শরীফ আরো বলেন, দিনে বিএনপি, রাত্রে আওয়ামী লীগ, এই ধরনের নেতাদেরকে চিহ্নিত করুন। তাদেরকে বার্তা পৌঁছে দিন, তাদের পরিহার করা হবে। তাদের বিএনপিতে ঠাঁই নাই। আপনারা সতর্ক হয়ে যান। বিএনপি কারো বাপ দাদার সম্পত্তি নয়।

কাগজে নেতা হয়ে লাভ নেই। শহীদ জিয়ার আদর্শের হতে হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহেদ মোঃ রাজিব খানের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আব্দুল জব্বার, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মনি, আবু বক্কর সিদ্দিক আবু, আহবায়ক কমিটির সদস্য ও মহিলা দলের নেত্রী জাহানারা বেগম,

জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মাহমুদ হাসান পল্টু, সদর থানা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজু, জেলা সে¦চ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিকুল ইসলাম পিটু, পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিস প্রমুখ।

মেহেরপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষির্কী উপলক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে “যুব ও নির্যাতিত জনতার শৃঙ্খলমুক্তির অঙ্গীকার, রুখবে এবার স্বৈরাচার” এই শ্লোগানে যুব-জনতার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ।

জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক কাওছার আলীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, শেখ সাঈদ আহমেদ, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো (গাংনী), সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ (মুজিবনগর), জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আঃ রহিম, আঃ আওয়াল, আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বদরুদ্দিন বিশ্বাস, সদর উপজেলা সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম।

অনান্যদেও মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী পৌল বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ইনসারুল হক ইনসু, সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মোল্লা, বিএনপি নেতা সামসুল আলম, জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু, সদর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক লিয়াকত আলী, সদস্য সচিব কামরুজ্জামান বিপ্লব, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মোঃ হাসান আলী, সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আঃ মালেক চপল, সদস্য সচিব জাহিদুল ইসলাম, গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুর কমিশনার ও সদস্য সচিব এনামুল কমিশনার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক তোফায়েল

আহমদে, সাধারন সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু জেলা বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।